বিশিষ্ট আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী টমাস আলভা এডিসন ১৮৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রামোফোন, মোশন পিকচারস্ ক্যামেরা, কার্বন টেলিফোন ট্রান্সমিটার, বৈদ্যুতিক বাল্ব সহ নানা সামগ্রীর আবিষ্কারক। এক্সরে ও রেডিয়োলজি মেশিনের ফ্লুরোস্কোপেরও স্রষ্টা তিনি। টেকনিক্যাল গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড, পঞ্চদশ গ্রেটেস্ট আমেরিকানের শিরোপা সহ বহু সম্মান পেয়েছেন। ১৯৩১ সালের ১৮ অক্টোবর আমেরিকার নিউ জার্সি শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

সোমবার, ২৭ মাঘ ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ২৬৩ সংখ্যা

# শিল্পবান্ধব রাজ্য

সম্প্রতি রাজ্যে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলন সবদিক থেকেই ছিল নজরকাড়া। এবার বাণিজ্য সম্মেলন এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হল যখন দেশে সাধারণ নির্বাচন বলতে গেলে প্রায় দোরগোড়ায়। রাজনৈতিক দলগুলি জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছে। দেশজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। শুধু তাই নয়, রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের সংঘাতও হঠাৎ করে যেন তীব্র হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ লক্ষ করা যাচ্ছে। তাতে পরিবেশ যথেষ্টই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্য, বাণিজ্য সম্মেলনে তার কোনো আঁচ লাগেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় নেত্রীর সুরে নির্বাচনে পরিবর্তনের বার্তা দিতে চেয়েছেন বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে একই মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অন্য রাজ্যের জন্যও লগ্নি আহ্বান করেছেন। বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি শিল্পপতিরা গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ সহ সব রাজ্যে লগ্নি করুন। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক আবহে তাঁর এই আহ্বানের নানাবিধ ব্যাখ্যা স্বাভাবিক। তবে এটাও তো স্বীকার করতে হবে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারাদেশেই চলছে শিল্প-খরা। কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। এক কর্মহীন ভারত নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। ফলে যে রাজ্যেই বিনিয়োগ হোক না কেন, তা এই পরিস্থিতিতে সুফলদায়ক। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথমদিন থেকেই দেশের শিল্পজগতের নক্ষত্রদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এবারে সম্মেলন ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার ছত্রিশটি দেশ অংশ নেওয়ায় এবং রেকর্ড সংখ্যক বিদেশি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এক অন্য মাত্রা পায়। কিন্তু এই ধরনের সুবৃহৎ বাণিজ্য সম্মেলনের সাফল্য মূলত নির্ভর করে কতটা লক্ষ্মীলাভ হল তার ওপর। পঞ্চম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন শেষে মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন তাকে এক কথায় বলা যায় সম্ভাবনাপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সম্মেলনে লগ্নি প্রস্তাব এসেছে দুই লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশো অষ্টাশি কোটি টাকার। মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে ছিয়াশিটি। বিজনেস টু বিজনেস বৈঠক হয়েছে প্রায় বারোশো। লগ্নির ক্ষেত্রও বিভিন্ন। যেমন– তথ্যপ্রযুক্তি, ম্যানুফ্যাকচারিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবহণ, শক্তিক্ষেত্র, শিক্ষা, যোগাযোগ, কৃষি ইত্যাদি। এহেন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প তথা বাণিজ্য সম্মেলনে প্রাথমিকভাবে কত টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এল তা যেমন দেখা হয়, তেমনি লগ্নি কার্যকর করা এবং তা থেকে কত মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে তার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সব প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে আট থেকে দশ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এখানে উল্লেখ্য, এই সময়ে কর্মসংস্থানে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিল্প এলে অনেকে চাকরি পাবে, অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। গত বছর অর্থাৎ চতুর্থ বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে যে লগ্নি প্রস্তাব এসেছিল, এবার প্রস্তাব এসেছে তার চাইতে অনেক বেশি। ফলে মুখ্যমন্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই খুশি। আশাবাদী সাধারণ মানুষও। লগ্নি প্রস্তাব যা আসে তার সবটা বাস্তবায়িত হবে ধরে নিলে আশাবাদী হওয়ারই কথা। মুখ্যমন্ত্রী তাই বলেছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল হল বেস্ট বেঙ্গল। বাংলা ভবিষ্যতে দেশকে পথ দেখাবে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে এখন রয়েছে শিল্পবন্ধু পরিবেশ। ফলে এই রাজ্যকে বলা যায় শিল্পবন্ধু। রয়েছে পরিকাঠামো, জমি, স্কিল, শ্রম সবই। ফলে বাংলায় সাফল্য আসাই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য যেখানে বন্‌ধ করতে দেওয়া হয় না। এ রাজ্যে শ্রমদিবস নষ্ট হয় না। একসময় পশ্চিমবঙ্গ বন্‌ধ, ঘেরাও ও শিল্প ধর্মঘটের জন্য পরিচিত ছিল। সেই অস্থির সময়ে বহু শিল্প এ রাজ্য থেকে লগ্নি গুটিয়ে চলে গিয়েছিল। বিগত শতাব্দীর ছয়েক দশক থেকে বন্‌ধ, ঘেরাও, ধর্মঘটকে ঘিরে রাজ্যে কর্মসংস্কৃতির অবনমন ঘটেছিল। সেই পরিবেশ পরিস্থিতি এখন আর নেই। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে শিল্পজগতের নক্ষত্রদের সামনে তা আবার তুলে ধরা হয়েছে। এই বদলে যাওয়া ভাবমূর্তি তুলে ধরে শিল্পপতিদের আকৃষ্ট করার প্রয়াসে সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। দেশের ও বিদেশের শিল্পোদ্যোগীরা সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন, বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এটাই বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সাফল্য। তবে একথাও ঠিক, এ ধরনের সম্মেলনে যত লগ্নি প্রস্তাব আসে তার পুরোটাই যে বাস্তবায়িত হয়, তা নয়। নানা কারণেই সেটা না হতে পারে। তবে সবচাইতে বড়ো কথা, লগ্নি প্রস্তাব যা এসেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এই রাজ্যে শিল্পপতিরা বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এই আগ্রহ বড়ো সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে।

## অমৃতধারা

তুমি কে? তুমি নিজেকে অনেক বড়ো ভাবছ? বস্তুবাদী দুনিয়াতে তা হোক, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতেও বড়ো ভাবতে শুরু করেছ? 'আমার মতো কোনো সাধু হয়ইনি, আমি সবচেয়ে বড়ো বা আমার সমান কোনো জ্ঞানী নেই, আমার মতো কোনো পবিত্র মানুষ নেই'–এ'ও হল অহংকার। অথবা 'আমি একেবারে বেকার লোক, অচল। আমি কোনো কাজেরই না।' আমরা অহংকার অর্থে একরকমই ভাবি। কিন্তু অভিমানের দুটো দিক আছে। নিজে নিজেকে একদম ছোটো ভাবাও এক ধরনের ঔদ্ধত্য এবং নিজেকে অনেক বড়ো ভাবাও একধরনের ঔদ্ধত্য। এই ঔদ্ধত্য বা অহংকার ত্যাগের যোগ্য। এ এমনই এক পাথর যা মনের মধ্যে ফুলের মতো তোমার যে প্রেম তার উপর চেপে বসে। ঔদ্ধত্যের পিছনে পিছনে আসে দম্ভ। দম্ভ অর্থাৎ দেখানো, অন্যদের আড়ম্বর দেখানোর জন্য যা কিছু কার হয়– তা হল দম্ভ। আর তা কতদূর করা সম্ভব তোমার পক্ষে? কারণ সবার রুচি আলাদা আলাদা। তুমি যাই হও, কেউ না কেউ তো ত্রুটির কথা বলবেই। কারো পছন্দ হবে, কারো হবে না। আর তুমি কী করে জানবে কার কী পছন্দ? তবে কি তুমি প্রত্যেকের মতে চলবে, দম্ভ করবে? দম্ভের অর্থ কী? সবাইকে দেখানো– 'আমি একটা কিছু।' মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টাই দম্ভ। ধরে নাও তুমি আকর্ষণও করেছ, কিন্তু এতে লাভ কী? তুমি নিজের সম্পদ, প্রতিভার প্রদর্শন করছ, যে দেখবে তার মন ঈর্ষায় ভরে যাবে, তখন তোমার লোকসানই হবে। সে তোমার বন্ধু নয়, শত্রু হয়ে যাবে। দম্ভ বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করে। কেন? কারণ দম্ভ কারো পছন্দ নয়, এতে কোনো আপন ভাব থাকে না। সেই জন্যই তো দম্ভ হয়। অন্যে তোমাকে দেখে ঈর্ষা করবে বা তার মধ্যে এমন কামনা জাগবে,–'আমার এমন হতে হবে।' লোভ হবে। অন্যদের লোভা ও ঈর্ষাকাতর করে তোমার কি লাভ হবে? তুমি গেলে, সেও গেল, একে অন্যকে সাথে নিয়ে দুজনেই ডুবলে।

–শ্রীশ্রী রবিশংকর

## শব্দরঙ্গ ■ ২২২৪

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ৮ | | | |
| ৯ | | | ১০ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ★ | | ★ | ১১ | | ১২ |
| ১৩ | | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | | ★ | ১৫ | | |

**পাশাপাশি** ঃ ১। বাতিল বা প্রত্যাখ্যান ৪। তাল গাছে যে পাখি সুন্দর বাসা বোনে ৫। রান্নার উনান ৭। চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য ৮। হাস্যপরিহাস ও কৌতুকে পারদর্শী বন্ধু ৯। নেশার জিনিস, কেউ বলে গুলি, কেউ বলে মোদক, কেউ বলে চণ্ডু ১১। দর্শন শাস্ত্র প্রণেতা বিখ্যাত মুনি ১৩। অপরের মত খণ্ডন করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করা ১৪। যা চট করে লোকের মন ভোলায় ১৫। একটি পাখির নাম।

**উপর–নীচ** ঃ ১। পরিশ্রম বা মেহনত ২। গলা কেটে হত্যা ৩। ইংরেজিতে এরই নাম অ্যাশট্রে ৬। অযৌক্তিক বা বিনা প্রয়োজনে ৯। যিনি আগে জন্মগ্রহণ করেছেন ১০। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ ১১। গোলাকার এবং চ্যাপটা ১২। মাটির নীচে মৃতদেহ সমাধি দেওয়া।

### সমাধান ■ ২২২৩

**পাশাপাশি** ঃ ১। অনুরাগ ৩। সর্বস্ব ৫। মনপসন্দ ৭। পশম ৯। সরব ১১। সফলকাম ১৪। দশই ১৫। রক্ষাকালী।

**উপর–নীচ** ঃ ১। অপলাপ ২। গরম ৩। সমীপ ৪। স্বচ্ছন্দ ৬। সবুর ৮। শরিফ ১০। বলশালী ১১। সনদ ১২। লড়াই ১৩। মন্থর।

# প্রার্থী বাছাই ও শ্রেণি–ভোট ঝুলিতে পোরাই এবার বিজেপির তুরুপের তাস

লোকসভার ভোট শুরুর কমবেশি শতদিন আগে দুই সর্বভারতীয় দল বিজেপি এবং কংগ্রেসের অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন **অদ্রি গরাই**।

২০১৪ এখন অতীত। '১৯-এর লোকসভা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। সাড়ে চারবছর আগের নায়ক নরেন্দ্র মোদি আসন্ন যুদ্ধেও বিজেপিকে নেতৃত্ব দেবেন। গত লোকসভা নির্বাচনে কর্তৃত্বের প্রশ্নে দলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মোদি, এখনও সেটাই বাস্তব। তা বলে '১৪ আর '১৯ সালের মধ্যে কোনো তফাত নেই? পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে অর্ধদশক ধরে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে?... আছে এবং নেই।

গঙ্গা–নর্মদার জলের মতো প্রবহমান ভারতীয় রাজনীতিতে স্থিতাবস্থার কথা চিন্তা করা কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। বহুদলীয় গণতন্ত্রের মঞ্চে নায়ক থেকে পার্শ্বচরিত্রে পরিণত হওয়া অথবা একাধিক পার্শ্বচরিত্রের মদতে নায়ককে গৌরবান্বিত করার চেষ্টা নতুন নয়। দশকের পর দশক ধরে এই ঐতিহ্য বহমান রয়েছে। ২০১৪ সালের ভোটে যে নরেন্দ্র মোদিকে অপ্রতিহত মনে হচ্ছিল আজ তাঁর নামে চ্যাম্পিয়নের সিলমোহর লাগাতে দু'বার ভাবতে হচ্ছে। ধারেভারে, প্রচারে, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এখনও তিনি রাজনীতির দৌড়ে প্রথম স্থানে রয়েছেন। কিন্তু ফিনিশিং লাইন যতই এগিয়ে আসছে একসময় বহু যোজন পিছনে থাকা 'দ্বিতীয়' প্রতিযোগী রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁর ব্যবধান কমছে।

গত লোকসভা ভোটে বিজেপির প্রচার নিরঙ্কুশভাবে ছিল মোদিময়। সেবার রাজনাথ সিং, সুষমা স্বরাজ, উমা ভারতী, অরুণ জেটলিরা ময়দানে থাকলেও মোদি–বিজেপি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। মোদি ঝড়ে উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে গেরুয়া পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। হবু প্রধানমন্ত্রীর একক প্রভাবেই যে দিল্লি দখল সম্ভব সেব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন দলের নেতা–কর্মীরা। এবার অবশ্য নরেন্দ্র মোদি নিজেই যৌথ নেতৃত্বে ভোটে লড়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে প্রভাব বাড়াতে মোদি ছাড়াও রাজনাথ সিং, যোগী আদিত্যনাথ, অমিত শা, শিবরাজ সিং চৌহানের মতো নেতাদের প্রচারে আনা হয়েছে। সম্প্রতি পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটেও একই ছবি চোখে পড়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচার করেছেন রাজনাথ, আদিত্যনাথের মতো নেতারা। রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, ছত্তিশগড়ে রমন সিং, মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান সামনে দাঁড়িয়ে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রচার কোনোভাবেই মোদিকেন্দ্রিক ছিল না। এটা ঠিক যে, লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের মধ্যে একটা মূলগত তফাত রয়েছে। সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে লোকসভা ভোটে কোনো সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে যতটা গুরুত্ব পাবে বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা আশা করা যায় না। রাজ্য দখলের লড়াইয়ে প্রাদেশিক নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

২০১৪ সালের আগে–পরে যখন রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির বিজয়রথ অপ্রতিহত গতিতে এগোচ্ছিল তখন একাধিক বিধানসভা ভোটের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, অসম, ত্রিপুরার মতো রাজ্যে মোদি ম্যাজিক কাজ করেছিল বলে দলের তরফে দাবি করা হয়। তবে কর্ণাটক ভোটের পর থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে তাঁর ভূমিকা ক্রমশ গৌণ হয়েছে। প্রচারের মুখ হয়ে উঠেছেন প্রদেশ নেতারা। লোকসভা ভোটে সেই সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। গতবারের মতো এবারেও মোদিকেই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে সামনে রাখবে বিজেপি। এনডিএ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি পৌঁছোলে নিশ্চিতভাবে তিনিই দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রিত্বের শপথ নেবেন।

এনডিএ ২০০–র আশপাশে আটকে গেল এবং জোটের বাইরে থাকা আঞ্চলিক দলগুলির একাংশের সমর্থনে সরকার গড়ার পরিস্থিতি তৈরি হল, একমাত্র সেক্ষেত্রেই বিজেপির অন্য নেতাদের মধ্যে থেকে কাউকে কেন্দ্রে মন্ত্রীসভার প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। বিজেপি অবশ্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বপ্ন নিয়েই ভোটে লড়বে। ২০১৮–'১৯ সালের অন্তর্বর্তী বাজেট থেকে শুরু করে প্রার্থী বাছাই সবেতেই সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। 'সম্ভাবনাময়' আসনে 'সম্ভাবনাময়' প্রার্থীর খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এবিষয়ে কংগ্রেসের তুলনায় এগিয়ে বিজেপি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের কৌশলে তারা বিরোধীদের টেক্কা দিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে নির্ণায়ক জয়ের পিছনে বিজেপির প্রার্থী বাছাইয়ের কৌশল তফাত গড়ে দিয়েছিল। সংখ্যালঘু ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণি প্রভাবিত আসনগুলিতে তাদের সাফল্য ছিল চোখে পড়ার মতো।

সদ্যসমাপ্ত রাজস্থান বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস জয় পেলেও বিজেপির সঙ্গে তাদের ভোট ও আসনের ব্যবধান নগণ্য। ভোটের আগে মনে হচ্ছিল মরুরাজ্যে কংগ্রেসের ঝড়ে পদ্মফুল উড়ে যাবে। ফল কিন্তু অন্য কথা বলছে। বসুন্ধরা রাজের পরাজয়ের মধ্যেও বিজেপির 'জয়'–এর প্রতিফলন ভোট বিশেষজ্ঞদের নজর এড়াচ্ছে না। লক্ষ্যণীয়, দুই রাজ্যেই বহু আসনে নতুনদের প্রার্থী করেছিল বিজেপি। গুজরাট বিধানসভা ভোটেও একই কৌশল নিয়েছিল তারা। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটেও উত্তর ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে নতুন মুখদের সামনে এনেছিল গেরুয়া শিবির। নবাগতদের অনেকেই জনগণের সম্মতিতে সংসদে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছেন। ২০১৯–এর ভোটে বিজেপি সেই কৌশলেই বাজিমাত করতে চাইছে। দেড়দশক ধরে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে বিজেপির স্থায়ী প্রভাব রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ ভাগের জেরে সৃষ্ট উত্তরাখণ্ড ও ছত্তিশগড়েও তাদের দাপট চোখে পড়ার মতো। এই সব রাজ্যের সিংহভাগ লোকসভা আসন বিজেপির দখলে রয়েছে। অনেক আসনে পদ্মপ্রতীকে জয়ী প্রার্থীরা টানা ১০–১৫ বছর সাংসদ রয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ওই সব কেন্দ্রে নতুন মুখদের প্রার্থী করে দলীয় ভোটারদের ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা চলবে। সুষমা স্বরাজ, উমা ভারতীর মতো নেতারা লোকসভা ভোটে লড়াই না করার কথা ঘোষণা করেছেন। অসুস্থ অরুণ জেটলিরও লোকসভায় লড়ার সম্ভাবনা কম। তাঁদের আসনগুলিতে নতুনদের প্রার্থী করতে হবে। আবার শিবরাজ সিং চৌহান, রমন সিং, বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়ার মতো হেভিওয়েটদেরও লোকসভার টিকিট দেওয়া হতে পারে।

গতবার বিজেপি প্রার্থীরা জিতেছিলেন এমন বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থী রদবদলেরও সম্ভাবনা রয়েছে। বিজেপি সাংসদদের কেউ কেউ যে জেতা আসন বদলের আশঙ্কা করছেন তা তাঁদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। উদাহরণ হিসেবে রেলপ্রতিমন্ত্রী মনোজ সিনহার কথা বলা যায়। গতবার উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর আসনে জয়ী হয়েছিলেন মনোজ। এবারও ওই আসনেই মনোনয়ন দাখিল করতে চান তিনি। গাজিপুর বাদে অন্য কোনো কেন্দ্র থেকে প্রার্থী না হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মনোজ।

বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের কাছে সদ্য খোয়ানো মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড় ছাড়াও এবার মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গোয়া ও কর্ণাটকে বিজেপিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। তবে শাসক–বিরোধী যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট নিঃসন্দেহে উত্তরপ্রদেশ। 'হিন্দিবলয়ের হৃদয়পুর' থেকে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন ৮০ জন। যে দল সেখানে ফল ভালো করে জাতীয় রাজনীতিতে তাদের দর সেই অনুপাতে বেড়ে যায়। ২০১৪ সালের ভোটে বিজেপির আসন সংখ্যা ২০০৯ সালে পাওয়া ১১৬ টি থেকে বেড়ে ২৮২ হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের অবদান সবচেয়ে বেশি। সেখানে ৭১টি আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। অন্যদিকে, কংগ্রেসের আসন ২০৬ থেকে ৪৪ টিতে নেমে যাওয়ার পিছনেও এই রাজ্যের ভূমিকা রয়েছে। ২০০৯ সালে উত্তরপ্রদেশে ২১টি আসনে জিতেছিল কংগ্রেস। গত লোকসভা ভোটে তা কমে ২ হয়েছে। '১৪–তে কংগ্রেসের খারাপ ফলের জন্য আর যে রাজ্যের ফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সেটি অন্ধ্রপ্রদেশ। লোকসভা ভোটের ঠিক আগে অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগ করে স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মনমোহন সিংহের সরকার। পরিণামে রাজ্যভাগের বিরোধিতা করা রায়লসীমা ও উপকূল অন্ধ্রে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা শূন্যে এসে ঠেকে। তেলেঙ্গানাতেও লাভের গুড় খেয়েছে চন্দ্রশেখর রাওয়ের তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি। ১১টি আসনে জিতেছে তারা। মাত্র ২টি আসন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে কংগ্রেসকে। এবারেও দুই প্রদেশে কংগ্রেসের সাফল্যের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

উত্তরপ্রদেশে প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে দায়িত্বে এনে তূণের শেষ তিরটি ছুড়েছেন রাহুল গান্ধি। বিজেপি–সপা–বসপার গড়ে প্রিয়াঙ্কা সিঁধ কাটতে পারবেন কিনা তা সময়ই বলবে। তবে প্রিয়াঙ্কার আগমন বিজেপিকে নতুন করে কৌশল নির্ধারণে বাধ্য করেছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। আসন্ন ভোটে শক্তির বিচারে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র থেকে যথাসম্ভব বেশি আসন বার করে আনার চেষ্টা করবেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা'রা। সবকটি রাজ্যেই জাতপাতের অঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উত্তরপ্রদেশে সপা–বসপা প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও রাজ্যে বিজেপির মাথাব্যথা কিন্তু কংগ্রেস। যাদব, সংখ্যালঘু ও পিছড়েবর্গের ভোটারদের বড়ো অংশ সেখানে অখিলেশ–মায়াবতীর জোটকেই সমর্থন করবেন। নিজেদের বাঁধা ভোট ছাড়াও অমেথি, রায়বেরেলির মতো কয়েকটি আসনে সংখ্যালঘুরা বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে ভোট দিতে পারেন। এর সঙ্গে যে ভোটব্যাংক কংগ্রেসের পালে বাতাস জোগাবে সেটি উচ্চবর্ণের ভোট। উত্তরপ্রদেশে উচ্চবর্ণের ২৪ শতাংশ ভোট রয়েছে। একসময় কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া উচ্চবর্ণ বর্তমানে বিজেপির একনিষ্ঠ ভোটব্যাংক বলে পরিচিত। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে বিজেপিকে পর্যুদস্ত করার পর কংগ্রেস যেভাবে উত্তরপ্রদেশে প্রিয়াঙ্কা ভদরাকে সামনে রেখে প্রচারের পরিকল্পনা করেছে তাতে প্রমাদ গুনছে বিজেপি। প্রিয়াঙ্কা ও 'জনেউধারী' রাহুলের টানে ব্রাহ্মণ ভোটের একাংশ কংগ্রেসের ঝুলিতে গেলে বিজেপিকে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে। বর্ণহিন্দু ভোট অটুট রাখতে উত্তরপ্রদেশে উচ্চবর্ণের নেতাদের বড়ো সংখ্যায় প্রার্থী করতে পারে বিজেপি। রাজস্থানের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ–রাজপুত ভোটারদের দিকে লক্ষ্য রেখে তারা প্রার্থী বাছাই করবে। মহারাষ্ট্রে ৩৩ শতাংশ মারাঠি ভোটের জন্য বিজেপির মূল লড়াই শিবসেনার সঙ্গে। তবে সেনা–বিজেপি ভোট কাটাকাটিতে সেখানে কংগ্রেস–এনসিপির আসন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাতপাতের প্রভাব থাকলেও গুজরাটের পরিস্থিতি সেদিক থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। গুজরাটে ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্তরা সাধারণভাবে বিজেপি সমর্থক। কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে গ্রামীণ কৃষক ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণি। গত বিধানসভা নির্বাচনে হার্দিক প্যাটেলের সংরক্ষণ আন্দোলনের কারণে বিজেপির পতিদার ভোটের সিংহভাগ গিয়েছিল কংগ্রেসের ঝুলিতে। সেই ভোট ফিরে পেতে মরিয়া বিজেপি। গুজরাটের কৃষক ও অনুন্নত শ্রেণির ক্ষোভ তাদের চিন্তা বাড়াবে। পাশাপাশি নাগরিকত্ব বিলের কারণে উত্তর–পূর্ব ভারতেও বিজেপি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। যে রাজ্যগুলিতে এবার কংগ্রেসের ভালো ফলের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি হল পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান। চিরাচরিত নীতি মেনে ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণির ভোট পাওয়ার চেষ্টা করবে কংগ্রেস। তবে স্থানীয় স্তরে প্রভাব রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই তারা সাধারণভাবে প্রার্থী বাছাই করবে। সেদিক থেকে বিজেপির কৌশল কিছুটা আলাদা। তারা বর্ণহিন্দুদের পাশাপাশি শহুরে ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত এবং কৃষক শ্রেণির একাংশের ভোট পাওয়ার চেষ্টা করবে। এবারের বাজেট সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। অন্তর্বর্তী বাজেটে আর্থিক অনুদান বিতরণের ধরন থেকে স্পষ্ট কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ভোট ঝুলিতে পুরে বাজিমাত করতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদি।

বিরোধীরা বরাবর বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ তোলে। তাদের দাবিকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। ২০১৯ সালের ভোট বিজেপির কাছে রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ। এই প্রথম কোনো লোকসভা ভোটে ক্ষমতায় ফেরার জন্য লড়াই করছে বিজেপি। ২০০৪–এ অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলেও তখন পর্যন্ত সর্বভারতীয় দল হিসেবে কংগ্রেসের প্রসার বিজেপির চেয়ে বেশি ছিল। বিগত ৬ বছরে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের গণভিত্তি কার্যত তলানিতে এসে ঠেকেছে। তিন রাজ্যে হারলেও বিজেপির ভোটব্যাংক অটুট রয়েছে। আসন্ন সংসদ ভোটে তাই বিজেপি প্রধান বিরোধী কংগ্রেসের তুলনায় খানিকটা হলেও এগিয়ে রয়েছে। ঘাটতিপূরণে রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা করতে হচ্ছে কংগ্রেসকে। যদিও বিরোধী ঐক্যের ছবিটা এখনও স্পষ্ট হয়নি। বিপরীতে বিজেপি এবার রামমন্দির নির্মাণের মতো হিন্দুত্ববাদী ইশ্যুগুলির সঙ্গে শ্রেণিভিত্তিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে। বিরোধীরা বিজেপির সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু শেষবেলায় বাজেট বরাদ্দের আড়ালে নরেন্দ্র মোদি শ্রেণি–ভোট ঝুলিতে পোরার যে কৌশল নিয়েছেন তা ভবিষ্যতে অবিজেপি দলগুলির কাছে অনেক বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

> ২০১৪ সালের ভোটে যে নরেন্দ্র মোদিকে অপ্রতিহত মনে হচ্ছিল আজ তাঁর নামে চ্যাম্পিয়নের সিলমোহর লাগাতে দু'বার ভাবতে হচ্ছে। ধারেভারে, প্রচারে, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এখনও তিনি রাজনীতির দৌড়ে প্রথম স্থানে রয়েছেন। কিন্তু ফিনিশিং লাইন যতই এগিয়ে আসছে একসময় বহু যোজন পিছনে থাকা 'দ্বিতীয়' প্রতিযোগী রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁর ব্যবধান কমছে।

## জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

### নজিরবিহীন !

দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রীর ধরনার সমর্থনে পাহাড়ে যে প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে 'নজিরবিহীন'। পাহাড় আবার মমতাপ্রেমী ! ব্যাপারটা যথেষ্ট কৌতূহল জাগাচ্ছে।

**নিলয় রায়**
**হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি।**

### আন্নার অনশন

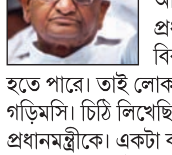

আন্না হাজারে ৮১ বছর বয়সে আবার অনশনে বসেছিলেন এবং বলা বাহুল্য সবার নজর কেড়েছেন। আন্না বলেছেন, সংসদে লোকপাল বিল পাস হয়েছে ২০১৩ সালে। অথচ এতদিনেও লোকপাল নিয়োগ হয়নি। লোকপাল হলে মানুষের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও তদন্ত হতে পারে। তাই লোকপাল নিয়োগে গড়িমসি। চিঠি লিখেছিলেন আন্না প্রধানমন্ত্রীকে। একটা বা দুটো নয়, গন্ডায়গন্ডায় চিঠি। উত্তর দেননি প্রধানমন্ত্রী। তাই প্রতিবাদে অনশনে বসে জনগণকে পাশে পেলেন আন্না। এটাই তাঁর প্রাপ্তি। এটাই তাঁর জয়।

**জ্যোতির্ময় দত্তগুপ্ত**
**শিবমন্দির, দার্জিলিং।**

### গুজরাটে সোয়াইন ফ্লু

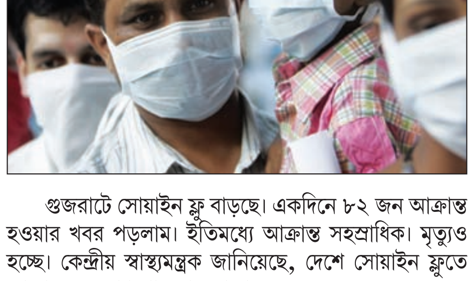

গুজরাটে সোয়াইন ফ্লু বাড়ছে। একদিনে ৮২ জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পড়লাম। ইতিমধ্যে আক্রান্ত সহস্রাধিক। মৃত্যুও হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাত হাজার, মৃত্যু হয়েছে ২২৬ জনের। এক এক সময় একেকটা রোগ দেখা দেয়, জনজীবনকে অস্থির করে তোলে। এখন শুনছি গুজরাট কাবু। এ ধরনের রোগভোগ বন্ধে পূর্বেই ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

**পল্লব বসু, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি।**

### যানজট সমস্যা

ইদানীং 'যানজট' একটি নিত্যদিনের সমস্যা। ময়নাগুড়িতে চৌপথি এবং আমগুড়ি স্টেশনে প্রতিনিয়ত এমন যানজট হয়ে থাকে যে পথচারীদের পথ চলা খুবই দুষ্কর হয়ে পড়ে। অপরদিকে ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার পথে গাড়িগুলি প্রায়ই সারিবদ্ধ হয়ে যায়। এ যেন এক লম্বা শিকল রাস্তায় পড়ে রয়েছে। এতে বিশেষত অ্যাম্বুলেন্স ভীষণ অসুবিধায় পড়ে। এই যানজট সমস্যা নিরসনে কী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা ভাবা এবং পদক্ষেপ করা উচিত।

**দীপক বড়ুয়া, বড়ুয়াপাড়া, জোড়পাকড়ি।**

## প্যাঁচফোড়ন

### ধরি হাত না ছুঁই ছুঁই

**অ্যান্টনি সরকার**

–স্যার, আসতে পারি?

–হ্যাঁ, বলুন কী দরকার?

–ওই যে স্যার, একটা অ্যাপো নেওয়া ছিল। একটা ইনটারভিউয়ের কথা ছিল আর কী।

–ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বসুন বসুন। তা হঠাৎ আমাকে কেন? মানে আমি তো ওই শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশের মতো সেলেব দেবদেবী কেউ নই। আমার কাছে বিশেষ কেউ আসেও না। আপনারা ঘরে ঘরে আমার পুজো করেন বলেও তো শুনিনি।

–কী যে বলেন স্যার! আপনার পুজো করি না মানে! জানেন আপনি, প্রত্যেক বাঙালি ছেলেমেয়ের বয়স চোদ্দো ছুঁল কি না ছুঁল ওমনি মনে মনে আপনার শ্রীচরণে আকুলিবিকুলি শুরু। আপনার জন্য আলাদা মণ্ডপ, মন্দির লাগে নাকি আবার! আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই তো মদনদেবের মন্দির। একটু প্রেমের জন্য আমাদের সে কি মন আনচান, পেট আইঢাই যদি আপনি একটু তলিয়ে দেখতেন স্যার।

–বলছেন? সত্যি হয় নাকি এমনটা?

–তা নয়তো কি? তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পেরে একটু অবাক হলাম। আপনি তাহলে অন্তর্যামী নন? আপনার কথা শুনে তো তাই মনে হল।

–আমার কথা শুনে আপনার তাই মনে হল? দেখছেন না আমার দপ্তরটাই হল ভালোবাসার। এর তার মনের কথাই যদি জানতে পারতাম তাহলে কি আর দেবতাদের মন্ত্রীসভায় এই ডিপার্টমেন্টটা মিলত?

–ঠিক ঠিক। আচ্ছা, দিনরাত ভালোবাসা নিয়ে নাড়াঘাঁটা করেন, আপনার কাজটা বেশ চমকপ্রদ। কী বলেন?

–ওরকম মনে হয় দাদা। এর সঙ্গে তার সেটিং করে দাও আর নয়তো ওর সঙ্গে এর সেটিং বিগড়ে দাও। কিংবা এর সঙ্গে ওর এবং তার দুজনেরই সেটিং করে দিয়ে দেখো খেলাটা কতদূর অবধি গড়ায়। এই তো কাজ। প্রথম প্রথম বেশ ভালোই লাগত জানেন। এখন বোরিং লাগে।

–সে কী, কেন? এ তো ঘণ্টাখানেক ধরে ক্যাঁচালের থেকেও বেশি উত্তেজক। বেশ একটা কী হয় কী হয় ভাব। অবশ্য আপনি বোধহয় রেজাল্ট আগেভাগেই জেনে যান। তাই আর খেলার মজা পান না।

– না না, আগে থাকতে রেজাল্ট আমার জানা থাকে না মোটেও। আমি কেবল ওই রেফারিগিরি করি।

–বোঝো কাণ্ড। আপনি আগে থেকে রেজাল্ট জানেন না। কার মনের মধ্যে কী চলছে সেকথাও বুঝতে পারেন না। তবে আপনাকে এই বিভাগের দায়িত্ব দিল কে?

–আহা সে তো দপ্তর বণ্টনের সময় যার ভাগ্যে যা পড়েছে। সেকথা নিয়ে এখন কোন্দল করে লাভ কী?

–শুনুন শুনুন, ওই লোকটার সঙ্গে কথা বলে কিচ্ছু লাভ নেই। খবরের কাগজে লেখার মতো ইনটারেস্টিং কিছু পাবেন না। যদি স্কুপ চান, তবে আমার সঙ্গে কথা বলুন।

–আপনি কে স্যার? আপনাকে তো চিনলাম না।

–চিনবেন কী করে? আপনারা তো এমন একটা ভাব করেন যে আপনাদের জীবনে আমার কোনো অস্তিত্বই নেই। আমার নাম কামদেব। নামেই পরিচয় কামের।

–কামের? বলেন কী!

–হ্যাঁ, ওইটাই আমার কাম কি না। আপনারা যদিও মানতে চান না।

– না না মানব না কেন। তবে শুনতে একটু ইয়ে লাগে।

– হ্যাঁ, সে তো বটেই। হাত ধরতেই হাত কেঁপে ঘেমেনেয়ে একশা যে জাতি, হাতের উপরে উঠতে গেলেই যে তাদের জিভের নীচে সরবিট্রেট লাগবে তাতে আর সন্দেহ কী!

–না মানে কথা হচ্ছিল প্রেম–ভালোবাসা নিয়ে, আপনাকে তো ঠিক এক্সপেক্ট করিনি।

–আপনারা তো আমাকে কখনোই এক্সপেক্ট করেন না। বরং উলটোটা, আপনারা আমাকে ক্রমাগত দূরে ঠেলে দেন। পার্কে গিয়ে অন্যলোকের ছাতার তলায় উঁকি দেন। দূর থেকে যুগপৎ খিল্লি ও খিস্তি করেন। হয়তো কোনোদিন নিজেকে সামলাতে না পেরে নির্জনে একান্ত হওয়া যুগলকে তাক করে ঢিল ছুড়ে বসবেন।

–তেমনটা করব না স্যার।

–এখন বলছেন করবেন না। কিন্তু আপনারা প্রেমের পাশাপাশি যৌনতার অস্তিত্বকে কোনোদিন ঠিকঠাক মেনে নেবেন না। রেখেঢেকে চেপে রেখে অম্বলের বারোমাস্যার মতো তাই আপনাদের আদরের চোঁয়া ঢেকুর উঠবেই। এটাই ভবিতব্য। আর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করার জন্য কোনো ভগবান হওয়ারও দরকার পড়ে না।